প্রঃ সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বটি আলোচনা কর।১০ marks

যাঁ বঁদা, হুগো গ্রোটিয়াস, টমাস হবস ও জন অস্টিন সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা। তবে একত্ববাদী তত্ত্বকে সুশৃংখল ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন জন অস্টিন।

একত্ববাদী তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যঃ

অস্টিন প্রদত্ত একত্ববাদী তত্ত্বের সংজ্ঞার ভিত্তিতে এই তত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়।

1. **রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান**-সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান। এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সমাজ-সংগঠনের পার্থক্য সূচিত হয়।

2. **নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি**- রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় কোন নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা। হব্স এবং বঁদা রাজাকে এই ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে দেখেছিলেন কিন্তু অস্টিনের মতে বৃটেনের পার্লামেন্টকে এই চরম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রস্তুত করা হয়।

3. **সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য**- সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য এবং সেহেতু এক বা সামগ্রিক। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রতিটি ব্যক্তি এবং সংস্থার উপর এই ক্ষমতা প্রযোজ্য। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধানই যেহেতু চরম আইন ও সমস্ত ক্ষমতার উৎস, সেহেতু সংবিধান সংশোধনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি- গোষ্ঠীই এই ক্ষমতার অধিকারী।

4. **স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদান**- সার্বভৌম যে আনুগত্য আদায় করে তা স্বভাবসুলভ এবং এই কারণেই স্বাভাবিক।

5. **সার্বভৌমের আদেশই আইন**- সার্বভৌমের আদেশই আইন। বঁদা, হব্স ,অস্টিন সার্বভৌমকে আইনের একমাত্র উৎস হিসেবে উল্লেখ করেন। এবং এই কারণেই, সার্বভৌম রাষ্ট্রকূট আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং আইনের ঊর্ধ্বে।

একত্ববাদ এর সমালোচনা

সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বটি বিভিন্ন কারণে সমালোচিত হয়েছে।

1. **সার্বভৌমের ক্ষমতা অবাধ নয়-** অস্টিন সার্বভৌমিকতা কে অবাধ ও অসীম বলেছেন কিন্তু সার্বভৌমকে জনমত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচক মন্ডলীর গতি প্রকৃতি, স্বভাবসুলভ আনুগত্যের বিষয়টির দিকে নজর দিতে হয়। ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা দান ও স্থায়ীকরণের জন্য শাসকের পক্ষে একদিকে যেমন জনহিতকর কাজে অংশ নিতে হয়, অপরদিকে গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে এক ধরনের মতাদর্শ তৈরি করতে হয় ।

2. **সার্বভৌমিকতার সুনির্দিষ্ট কারনের অভাব**- চরম রাজতন্ত্রে সার্বভৌমিকতার আধারকে যেমন সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সেভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এই কারনেই লাস্কি সার্বভৌমিকতার সুনির্দিষ্ট কারণকে এক অসম্ভব প্রয়াস বলে মন্তব্য করেন।

3. **রাজনীতির গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণের উদ্ভব**- বিংশ শতকের ষাটের দশক থেকে রাজনীতির গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী রাষ্ট্র এক বিমুর্ত প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা নেয়। মার্কসীয় তত্ত্বে বলা হয় উৎপাদন উপকরণের মালিকানা যাদের হাতে থাকে রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের স্বার্থে পরিচালিত হয়। এলিট তত্ত্বে আধার হিসেবে এলিট গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়।

4. **রাষ্ট্র লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম**- উদারনৈতিক তত্ত্বের প্রবক্তাগন, যেমন জন লক, রাষ্ট্রকে ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে দেখার পরিবর্তে লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির অধিকারগুলি রক্ষা করা অর্থাৎ রাষ্ট্র হল জনগণের অছি স্বরূপ।

5. **সীমিত ক্ষমতা-সম্পন্ন রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রচলন**- অ্যাডাম স্মিথ মনে করেন, রাজনৈতিক তাত্ত্বিকেরা রাষ্ট্রের ক্ষমতার সমপ্রসারণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সম্প্রসারণের অর্থই হল ব্যক্তি অধিকারের সংকোচন। এই কারণেই সীমিত ক্ষমতা-সম্পন্ন রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রচলিত হয়। পরবর্তীকালে রবার্ট নজিক প্রমূখ তাত্ত্বিকরাও মিনিমাল স্টেটের কথা বলেছেন যেটি রাষ্ট্রের সীমিত ক্ষমতার তত্ত্বটিকেই প্রতিস্থাপন করে।

6. **সার্বভৌম আইনের একমাত্র উৎস নয়**- সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তাত্ত্বিকরা সার্বভৌমকে আইনের একমাত্র উৎস হিসেবে দেখেছেন কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে প্রতিটি সমাজেই বেশকিছু নিয়ম কানুন রয়েছে যা রাষ্ট্রকর্তৃক সৃষ্টি না হলেও রাষ্ট্র সেগুলিকে মেনে চলে। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রচলিত প্রথা বা রীতি নীতিগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

7. **অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম**- ল্যাস্কি, জি ডি এইচ কোল প্রমূখ বহুত্ববাদী তাত্ত্বিক সমাজে যে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন পরিবার, চার্চ ইত্যাদি তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ন্যয় রাষ্ট্র'ও এক ধরনের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং রাষ্ট্রের ন্যয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া উচিত কারণ উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলে সামগ্রিকভাবে সমাজ-জীবন ব্যাহত হয়। এই তত্বের সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায় রাজনীতির গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণ ধারায়।

8. **আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠনগুলির নিয়ন্ত্রণ**- আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠনগুলি, বহুজাতিক সংস্থাগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠনগুলিকে আজ উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বর্তমানে যে ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি এবং উন্নত দেশগুলি সাহায্যের নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তাতে এই সমস্ত দেশগুলি প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কিনা সে সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকাভুক্ত, জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যদিও জাতিরাষ্ট্রের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিশ্বায়নের নামে নানা পরিবর্তন সার্বভৌমিকতার ধারণার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে তথাপি জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা যতদিন থাকবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্বের গুরুত্ত্বও থেকে যাবে।

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |